মাগুরা

প্রধান দুই দলই পুড়ছে অন্তঃকলহের আগুনে

রিপোর্ট: **খোন্দকার তাজউদ্দিন**

ভোট ডাকাতি কিংবা থানা লুট করার কীর্তি মাগুরাকে দেশীয় রাজনীতির পাশাপাশি বিদেশেও সমালোচিত করেছে। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে চরমপন্থিদের অভয়ারণ্য হিসেবেও নানাভাবে আলোচিত-সমালোচিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। উত্তপ্ত রাজনীতির অন্যতম জায়গা হিসেবে চিহ্নিত মাগুরা। স্বাধীনতা-পরবর্তী সব সরকারের সময় প্রভাবশালী মন্ত্রীর পদচারণা থাকলেও '৯৬ ও ২০০১ সালে জেলায় কেউ মন্ত্রী না হওয়ায় জনগণ হিসাব কষছে অন্যভাবে। 'মন্ত্রী চাই' দাবি জনগণের মধ্যে ক্রমেই আলোচিত হচ্ছে। আগামী নির্বাচনে সংসদ সদস্য হবার পরে কে হতে পারবে মন্ত্রী সেটাই মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। '৯৬ ও ২০০১-এ আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সরকারের উন্নয়নে বিমাতাসুলভ আচরণ রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের নতুনভাবে ভাবিয়ে তুলছে। ভাবনা থেকেই উভয় শিবিরের তৃণমূল পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা চাচ্ছে, নতুন মুখ, যাতে আগামী নির্বাচনে বৈতরণী পার হওয়া যায়। আর উন্নয়নের স্বার্থে সাধারণ ভোটাররা চাচ্ছে সেই ধরনের প্রার্থী যিনি আগামীতে মন্ত্রী হতে পারবে, এলাকার উন্নয়ন করতে পারবে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে কার প্রভাব আছে, কে পারবে অবহেলিত জনপদকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। মূলত এই দর্শনের ওপর নির্ভর করছে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি প্রার্থীদের ভাগ্য। মাত্র দুটি আসনের জেলা হলেও রাজনৈতিক কারণেই আলোচনার শেষ নেই। ১৯৯৬ সালের ২০ মার্চের উপ

নির্বাচনে ভোট ডাকাতির কারণে মাগুরার পরিচিতি বিশ্বব্যাপী। আগামী নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপে সরগরম হয়ে উঠেছে জেলার রাজনীতি।

মাগুরা-১ (শ্রীপুর-মাগুরা সদর) : মাগুরা-১ আসনটি শ্রীপুর থানা ও মাগুরা সদর নিয়ে গঠিত। মাগুরা সদরের ৯ ইউনিয়ন এবং শ্রীপুর থানার ৮টি ইউনিয়ন নিয়ে নির্বাচনী এলাকা মাগুরা-১ গঠিত।

রায় রমেশ চন্দ্র

ডা. এম এস আকবর

মনোয়ার হোসেন খান

মাগুরা সদরের ইউনিয়নগুলো হলো হাজীপুর, আঠারখাদা, কছুন্দি, বগিয়া, চাউলিয়া জগদ্দল, মগী, রাঘব দাইড়, হাজরাপুর এবং মাগুরা পৌরসভা। মাগুরা সদরের ৯টি ইউনিয়নের ৬টিতে বিএনপি এবং ৩টিতে আওয়ামী লীগের দখলে রয়েছে। পৌরসভাও বিএনপির দখলে।

শ্রীপুর থানার ইউনিয়ন ৮টি। ইউনিয়নগুলো হলো শ্রীকোল, শ্রীপুর, গয়াশপুর, আমলসার, দ্বারিয়াপুর, সন্দালপুর, কাদিরপাড়া নাকোল। ৬টি বিএনপি ও ২টি আওয়ামী লীগের দখলে।

মাগুরা-১ ভোটারসংখ্যা ২,৫০,৭৫৪। প্রদত্ত ভোট সংখ্যা ২,১০,৪৭৬। ২০০১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ডা. এমএস আকবর পেয়েছিলেন ৯৭৫০৪ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নিতাই রায় চৌধুরী পেয়েছিলেন ৮৬৪৩৪ ভোট, জাতীয় পার্টির অ্যাডভোকেট হাসান সিরাজ সুজা পেয়েছিলেন ২২৫৬১ ভোট।

'৯৬ সালে আওয়ামী লীগের ডা. এম এস আকবর বিজয়ী হলেও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন জাতীয় পার্টি মনোনীত ইকবাল আকতার খান কাফুর। এই আসনটি দ্বিমুখী নির্বাচন হলে বিএনপি বিজয়ী হয়। '৯১ সালে মজিদ উল হক, বিএনপি '৮৬ সালে মেজর জেনারেল মতিন (অবঃ) জাতীয় পার্টি বিজয়ী হয়েছিল। এ আসনে ত্রিমুখী নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগের জয়ের সম্ভাবনা বেশি। বিগত '৯৬ ও ২০০১ সালে আওয়ামী লীগ ত্রিমুখী নির্বাচনে জয়ী হয়েছে। জেলায় জাতীয় পার্টি দুর্বল হয়ে পড়ায় আগামী নির্বাচন হবে দ্বিমুখী। যে কারণে আওয়ামী লীগ আশঙ্কার মধ্যে রয়েছে। অপরদিকে বিএনপি বেশ উজ্জীবিত।

জেলা আওয়ামী লীগের নেতাদের মধ্যে বিরোধ তথা কোন্দল, গ্রুপিং নিরসন না করলে আওয়ামী লীগের এ আসন দুটিতে বিজয়ী হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। তেমনি বিএনপির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সংগঠনকে নাজুক অবস্থায় নিয়ে গেছে। এই দ্বন্দ্ব নিরসন করতে বিএনপি ব্যর্থ হলে উপযুক্ত প্রার্থী না দিতে পারলে পরাজয় এড়াতে পারবে না...

'৯৬ ও ২০০১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ী হলেও সাংগঠনিকভাবে দারুণভাবে পিছিয়ে পড়েছে। মাগুরা সদরে চলছে দ্বিমুখী গ্রুপিং। বর্ষীয়ান সভাপতি আলতাফ হোসেনের নেতৃত্বে একটি গ্রুপ সব সময়

সক্রিয়। এই গ্রুপের মধ্যে উপগ্রুপ সৃষ্টি হয়েছে সম্প্রতি। আমেরিকা প্রবাসী প্রফেসর কামরুজ্জামান চাঁদ উপগ্রুপ সৃষ্টি করেছেন। পাশাপাশি বর্তমান এমপি ডা. এম এস আকবর অপর উপ গ্রুপের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। জেলা যুগ্ম সম্পাদক আবু নাসির বাবলু সমর্থিত অপর গ্রুপ সক্রিয়। উভয় গ্রুপের বাইরে জাতীয় শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক রায় রমেশ চন্দ্রের অবস্থান বেশ শক্তিশালী। সংখ্যালঘু ৭৮ হাজার ভোট এবং শ্রীপুর থানার ১ লাখ ২০ হাজার ভোটের মধ্যে তার অবস্থান অত্যন্ত সুদৃঢ়।

আওয়ামী লীগের জন্মের পর কেউ কোনো দিন শ্রীপুর থেকে মনোনয়ন না পাওয়ায় শ্রীপুরবাসীর মধ্যে শ্রীপুর ইজম সৃষ্টি হয়েছে।

এখানে রায় রমেশ চন্দ্রের পক্ষে দলমতনির্বিশেষে ঐকমত্য সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান সাংসদের সাম্প্রদায়িক চিন্তা চেতনা, অমার্জিত আচরণ, সাংগঠনিক অদক্ষতা, গ্রুপিং সৃষ্টি ক্রমেই মাগুরাবাসীর মধ্যে বিদ্রোহের দাবানল ছড়িয়ে দিচ্ছে। মাগুরার মুক্তিযুদ্ধের দুই কান্ডারি, শ্রীপুর থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি মিয়া আকবর হোসেন ও জেলা সহসভাপতি মোল্লা নবুয়ত আলী, সদর থানা সভাপতি পংকজ দেবনাথ সাধারণ সম্পাদক বাবুল ফকির, পৌর সাধারণ সম্পাদক বাকি ইমাম সরাসরি বর্তমান সাংসদের বিরোধিতা করছেন। তারা চান নতুন মুখ। আগামী নির্বাচন ঘিরে যারা মনোনয়ন পাবার জন্য তৎপর হয়ে উঠছেন তারা হলেন- জাতীয় শ্রমিক লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রায় রমেশ চন্দ্র, বর্তমান সংসদ সদস্য ডা. আকবর, জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি মিয়া আলতাফ হোসেন, মেজর জেনারেল (অবঃ) আব্দুল ওহাব, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবু নাসির বাবুল, জর্জিয়া প্রবাসী সাবেক ছাত্রলীগ নেতা প্রফেসর কামরুজ্জামান চাঁদ প্রমুখ।

আগামী নির্বাচনকে ঘিরে বিএনপি সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী হলেও মনোনয়নের প্রশ্নে দল বিভক্ত হয়ে পড়েছে। ২০০১ সালে এ আসনে নির্বাচন করেন জাতীয় পার্টি থেকে নতুন আগমনকারী সাবেক মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী। জাতীয় পার্টির লোক বিএনপিতে হঠাৎ করে এসে প্রার্থী হওয়ায় বিএনপির মধ্যে তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। যার ফলে নির্বাচনে তিনি পরাজিত হন। নির্বাচনের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত তার কোনো উল্লেখযোগ্য তৎপরতা নেই। তিনি এখনও বহিরাগত হিসেবে চিহ্নিত। সাবেক পৌর চেয়ারম্যান আমেরিকা প্রবাসী নেতা, '৯৬ সালে জাতীয় পার্টির প্রার্থী ইকবাল আকতার খান কাফুরের সঙ্গে নিতাই রায় গ্রুপিংয়ে জড়িয়ে পড়েন। ২০০১ সালে বিএনপি চেয়ারপারসন প্রকাশ্য জনসভায় ইকবালে আকতারকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করে ও পরবর্তীতে নিতাই রায়কে মনোনয়ন দেন।

২০০২ সালের নির্বাচনে সঠিক প্রার্থী নির্বাচন করতে ব্যর্থ হওয়ায় বিএনপি এ আসনটি হারায়। বর্তমানে মাগুরা জেলা বিএনপি নেতা-কর্মীরা এ আসনে বহিরাগত প্রার্থী চান না। স্থানীয় প্রার্থী হিসেবে সাবেক ছাত্রদল নেতা '৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের লড়াকু সৈনিক মনোয়ার হোসেন খানের নাম বিশেষভাবে আলোচিত হচ্ছে। তরুণ প্রার্থী হিসেবে ইতিমধ্যে আলোচনায় উঠে এসেছেন। এছাড়া নিতাই রায় চৌধুরী, ইকবাল আকতার খান, জেলা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক আলী আহম্মদ, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) এম আর খান প্রার্থী হিসেবে তৎপর রয়েছেন।

প্রফেসর কামরুজ্জামান চাঁদ

অ্যাড. শফিকুজ্জামান বাচ্চু

আর উন্নয়নের স্বার্থে সাধারণ ভোটাররা চাচ্ছে সেই ধরনের প্রার্থী যিনি আগামীতে মন্ত্রী হতে পারবে, এলাকার উন্নয়ন করতে পারবে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে কার প্রভাব আছে, কে পারবে অবহেলিত জনপদকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। মূলত এই দর্শনের ওপর নির্ভর করছে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি প্রার্থীদের ভাগ্য।

আগামীতে দ্বিমুখী নির্বাচন হলে এবং স্থানীয় তরুণ নেতৃত্বকে সামনে আনলে বিএনপির আসন উদ্ধারের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। সে ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে বলে প্রতীয়মান হয়।

মাগুরা-২ (শালিখা-মহম্মদপুর) : আওয়ামী লীগের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত মাগুরা-২ আসনটি নিজেদের কোন্দল আর গ্রুপিংয়ের কারণে ২০০১ সালে হাতছাড়া হয়ে গেছে। ২০০১-এর নির্বাচনে বিএনপির কাজী সালিমুল হক কামাল প্রায় ১০ হাজার ভোটের ব্যবধানে আওয়ামী লীগের অ্যাডভোকেট শফিকুজ্জামান বাচ্চুকে পরাজিত করেন।

মহম্মদপুর ও শালিখা থানা নিয়ে গঠিত মাগুরা-২ আসন। মহম্মদপুরের ৮টি ইউনিয়ন যথা মহম্মদপুর, পলাশবাড়ি, বালিদিয়া, নোহাটা, বাবুখালী, দীঘা, বিনোদপুর ও রাজাপুর। শালিখা থানা ৭টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। ইউনিয়নগুলো হলো শালিখা বুনোগাতি, শতখালী, ধনেশ্বরগাতি, তালখড়ি ও আড়পাড়া এছাড়া মাগুরা সদরের পলিতা বেরইল, কুচেমোড়া, গোপালগ্রাম, শত্রুজাতপুর ইউনিয়ন এই নির্বাচনী এলাকায় পড়েছে।

স্বাধীনতার আগে থেকে ১৯৯১ সালের নির্বাচন পর্যন্ত এ আসনটি আওয়ামী লীগের দখলে ছিল। ১৯৯৬ সালে জনপ্রিয় আওয়ামী লীগ নেতা অ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান মারা গেলে ২০ মার্চ উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। যা ভোট ডাকাতির নির্বাচন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

'৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন পান অ্যাডভোকেট বীরেন শিকদার। তিনি কাজী সালিমুল হককে ৯ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। ২০০১-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী বদল করে আবার মনোনয়ন দেয় শফিকুজ্জামান বাচ্চুকে। নির্বাচনে বাচ্চু প্রায় ৪০ হাজার ভোট বাড়লেও পরাজিত হন। এ ক্ষেত্রে সাবেক এমপি বীরেন শিকদার সরাসরি বিরোধিতা করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। সালিমুল হক কামালের বিরুদ্ধে '৯৬ সালে ভোট ডাকাতির অভিযোগ থাকলেও অর্থ এবং আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব কাজে লাগান। তাছাড়া জমায়াতের ২৫ হাজার ভোট তার জন্য বিশেষ সুবিধা এনে দেয়। যে কারণে তিনি নির্বাচনে জয়ী হন।

আগামী নির্বাচনকে ঘিরে উভয় দলই তৎপর। বিএনপিতে প্রার্থী একজন। কিন্তু তৃণমূল পর্যায়ে গ্রুপিং প্রকট আকার ধারণ করেছে। বর্তমান সাংসদ এলাকায় উন্নয়ন

কাজ করলেও নেতা-কর্মীদের কাছ থেক সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রয়েছেন। অধিকাংশ নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। ব্যস্ত শিল্পপতি হওয়ায় দলের জন্য সময় দিতে পারেননি। জেলা পর্যায়ে বিএনপি বেশ কয়েক গ্রুপে বিভক্ত করে ফেলেছেন। জোরপূর্বক যুবদলের কমিটি ভেঙে পকেট কমিটি করায় বিতর্কিত হয়ে পড়েছেন। এছাড়া আমেরিকা ফেরত জনপ্রিয় নেতা ইকবাল আকতার খান কাফুরের সঙ্গে তার সম্পর্ক সাপে-নেউলে। এই দ্বন্দ্বের ফলাফল পড়বে আগ্রামী নির্বাচনে, যা বিএনপির জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

অপরদিকে আওয়ামী লীগে প্রকাশ্যে গ্রুপিং বিদ্যমান। সাবেক এমপি বীরেন শিকদারের শালিখায় শক্ত ঘাঁটি বিদ্যমান। মহম্মদপুরে শফিকুজ্জামান বাচ্চুর ঘাঁটি থাকলেও এই একই থানা থেকে আরও দু'জন মনোনয়ন চাচ্ছেন। তারা হলেন মহম্মদপুর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম রব্বানীমাস্টার ও ছাত্রলীগ নেতা ওহিদুর রহমান টিপু। উভয়েই দীর্ঘদিন ধরে গণসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছে।

বাচচু-বীরেন দ্বন্দ্ব আওয়ামী লীগকে দারুণ সংকটে ফেলে দিয়েছে।

আওয়ামী লীগ দ্বন্দ্ব নিরসন করে যৌথভাবে প্রার্থী দিতে পারলে এ আসনটি উদ্ধার করা সম্ভব। দ্বন্দ্ব নিরসন করতে ব্যর্থ হলে এ আসনে নতুন মুখ দেখা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে মাগুরার সাবেক মন্ত্রী আব্দুল খালেকের পুত্র বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ইকবাল হোসেন এগিয়ে যেতে পারেন।

অ্যাড. বীরেণ শিকদার

ওহিদুর রহমান টিপু

জেলা আওয়ামী লীগের নেতাদের মধ্যে বিরোধ তথা কোন্দল, গ্রুপিং নিরসন না করলে আওয়ামী লীগের এ আসন দুটিতে বিজয়ী হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। তেমনি বিএনপির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সংগঠনকে নাজুক অবস্থায় নিয়ে গেছে। এই দ্বন্দ্ব নিরসন করতে বিএনপি ব্যর্থ হলে উপযুক্ত প্রার্থী না দিতে পারলে পরাজয় এড়াতে পারবে না। সময়ই বলে দেবে অনাকাঙ্ক্ষিত এই দ্বন্দ্ব নিরসন করে কোন দল জয়ী হয়।